শিক্ষার মৌল দর্শন, বাস্তবতা ও ভবিষ্যত

মো: রফিকুল ইসলাম

শিক্ষা মূলত: একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির ভেতরে যে সকল গুনাবলীসমূহ সুপ্ত অবস্থায় থাকে তার বিকাশ সাধন করে। যার মাধ্যমে সমাজের একজন উৎপাদনশীল সদস্য হিসাবে যে সকল যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করার আবশ্যকতা রয়েছে তা সে অর্জন করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে গেলে যাদের কথা প্রনিধান যোগ্য তাদের মধ্যে অন্যতম গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস, তিনি বলেন "শিক্ষা হলো মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের বিকাশ।" অ্যারিষ্টোট্‌ল বলেন "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরী করাই হলো শিক্ষা।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "শিক্ষা কেবল আমাদের তথ্য পরিবেশনই করে না, বিশ্বসত্তার সাথে সাযুজ্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে"।

শিক্ষার শুরু: পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ মাত্রই আমাদের শিক্ষাক্রম শুরু হয়। সৃষ্টির শুরু থেকে প্রকৃতিই মানুষের সবচেয়ে বড় বিদ্যালয় আর এ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা মানুষকে পথ দেখায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম। প্রকৃতি থেকে লব্ধ জ্ঞান পুস্তকে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

শিক্ষার মূল উদ্যেশ্য: শিক্ষার মূল উদ্যেশ্য হলো আত্মশক্তির অনুসন্ধান করে নিজেকে আলোকিত করা। মানুষের নিজের যোগ্যতা ও সামর্থ্যকে বাড়ানোই শিক্ষার মূল উদ্যেশ্য। প্রতিটি মানুষের মাঝেই তার আত্মশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ তার নিজের মাঝে থাকা আত্মশক্তিকে বুঝতে পারে না। অন্য কারো সহযোগিতার মাধ্যমে সে নিজের আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়। এই সহযোগিতার নামই হলো শিক্ষা। জগত সংসারে নিজের অবস্থানকে শক্ত করে ধরে রেখে জগতের জন্য কিছু না কিছু অবদান রাখতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই শিক্ষাকে সারা বিশ্বে একটা নির্দিষ্ট ধাপ পযন্ত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আত্মশক্তি মানুষকে স্বনির্ভর হতে শেখায়। দৃঢ় মনোবলের অধিকারী করে। জীবনে সফলতা জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে নিজকে খাপ খাওয়াতে হয়। আর এই যোগ্যতা অর্জিত হয় শিক্ষার মাধ্যমে।

অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মানেই শিক্ষা সনদ। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য শিক্ষা সনদ বা সার্টিফিকেট অর্জনের বিকল্প নেই তা অবশ্যই সত্য কথা কিন্তু শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি শুধুই সার্টিফিকেট অর্জন?
শিক্ষার মূল উদ্যেশ্য কিন্তু তা নয়। মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের গভীরতম অনভূতির বিকাশ। ব্যক্তিত্ব বা মানব প্রকৃতির স্বরূপ উদঘাটন।

প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার তাগিদে তথা ভালোভাবে বাচার তাগিদে মানব সম্প্রদায় জ্ঞানের সন্ধান করে এসেছে যুগে যুগে। আজও করছে যতদিন পৃথিবী টিকে থাকবে ততদিন তা করে যাবে। এই ভালভাবে বাচাঁ মানে আদর্শিকভাবে বাঁচা। আর তার জন্য করতে হয় আদর্শের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষন। এই পৃথিবীতে যুগে যুগে মহান ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন আর রেখে গেছেন তাদের কর্মময় জীবন। তাদের এই কর্মময় জীবনকে বিশ্লেষন করলে দেখা যায় তারা নিজের চেয়ে অন্যের কল্যান সাধনেই বেশী নিয়োজিত ছিলেন। ভোগের চেয়ে ত্যাগের মহিমাই যে বড় এই উপলব্ধিটাই হলো মূলত: শিক্ষার মৌল দর্শন।

বর্তমান বাস্তবতা: এই যে শিক্ষার মৌল দর্শন, একদিকে নিজের আত্মবিকাশ অন্যদিকে সনদ বা স্বীকৃতি অর্জন। এই দু'য়ের মাঝে আমরা ক্রমশ: সনদপ্রিয়তার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সবার হয় না আর যাদের হয় তারাও কি শিক্ষার মৌল দর্শনকে অর্জন করতে পারছি? এটিই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ১৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব হচ্ছে সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। শুধুমাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়। এর মধ্যে যারা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। সেই শিক্ষা কি মানসম্মত শিক্ষা? মানের প্রশ্ন এলেই দেখা যায় শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারক মহল একেক সময় একেক পদ্ধতির অবতারনা করছেন আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে তাদেরকে যারা মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের অধিকারী তাদেরকে। ভালো ফলাফল করা এখন যতটা না মেধা নির্ভর তার চেয়েও চেয়ে বেশী অর্থনির্ভর। যেমন সৃজনশীল পদ্ধতি। এই পদ্ধতির অবতারণা করা হয়েছিল মূলত: শিক্ষার্থীদের নোট বই, গাইড বই এবং কোচিং নির্ভরতা কমিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু বাস্তবে ফল হয়েছে উল্টো। এই পদ্ধতির কারণে একজন শিক্ষার্থী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর মাত্রায় নোট বই, গাইড বই এবং কোচিং নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। যে সকল শিক্ষার্থী এই সবের পেছনে বিনিয়োগ করতে পারছে না তা ক্রমান্বয়ে ঝড়ে পড়ছে। যার প্রমাণ ২০১৭ সনের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে। সন্দেহ নেই এই পদ্ধতির উদ্দ্যেশ্য পূর্বের যে কোন পদ্ধতির চেয়ে তুলনা মূলকভাবে ভালো। কিন্তু সৃজনশীল শুধুমাত্র প্রশ্ন পত্রেই হচ্ছে। ক্লাশরুমের ক্লাশগুলো কি সৃজনশীল পদ্ধতিতে হচ্ছে? শিক্ষার্থীরা কি শুধুমাত্র সিলেবাস নিয়েই আছে নাকি প্রকৃত সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারছে। প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক সকল ধরণের বিকাশ সাধনই হলো তার সৃজনশীলতা। শুধুমাত্র পাঠ্যবই নামক বিশেষ ধরনের বই পড়ে উত্তরপত্রে কিছু লেখা সৃজনশীলতা নয়। শিক্ষার্থীদের যদি প্রকৃত সৃজনশীলতার ছোয়া দিতেই হয় তবে শ্রেনীকক্ষকে আনন্দমূখর সাবলীল সহজ করে তুলতে হবে। খেলা-ধুলা নাচ, গান, কবিতা, নাটক সহ শিল্পকলার সকল ধরণের সহ শিক্ষা কার্যক্রমকে মূল শিক্ষার অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। প্রকৃতির সব রূপ রস সৌন্দর্য্য অনুভূতিকে আস্বাদন করে বেড়ে উঠে জীবন সর্ম্পকে পাওয়া নৈতিকতার জ্ঞান অর্জনই প্রকৃত শিক্ষা। অতীতের ঘটনা প্রবাহ থেকে ইতিবাচক দিক বের করার শিক্ষা, বর্তমান ঘটনাবলী থেকে করনীয় সম্পর্কে এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়নের শিক্ষা-ই সত্যিকার অর্থে সৃজনশীল শিক্ষা।

এই পদ্ধতির অবতারণা করা হয়েছিল মূলত শিক্ষার্থীদের নোট বই, গাইড বই এবং কোচিং নির্ভরতা কমিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু বাস্তবে ফল হয়েছে উল্টো। যিনি শেখাবেন তিনিই যদি সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী না হন অন্যকে সৃজনশীলতা শেখাবেন কি করে। মরমী কবির ভাষায় "অন্ধকে কি আরেক অন্ধ পথ দেখাতে পারে কখন।" এটা সম্ভব নয়। একটি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে যদি সৃজনশীল পদ্ধতির উপর কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে মাষ্টার ট্রেইনার বানিয়ে দায়িত্ব শেষ করে তিনি কি অন্য শিক্ষকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, কতটুকু দিয়েছেন তার কি কোন পরিসংখ্যান আছে ? নেই । আর যে যে কারণে ভবিষ্যত প্রজন্ম একটি আনন্দদায়ক শিক্ষার পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে একটি বিভিষিকাময় পরিস্থিতিতে ক্রমেই নিমজ্জিত হচ্ছে। বর্তমানে সৃজনশীল পদ্ধতীর প্রশ্নপত্রের কাঠামো হলো - এর দুটো অংশ থাকে একটি "বদ্ধ অংশ" যা জ্ঞানমূলক ও অনুধাবনমূলক, আরেকটি অংশ "মুক্ত অংশ" যা প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক। যে উদ্দীপক দেয়া হচ্ছে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হচ্ছে দুটি একটি জ্ঞানমূলক, আরেকটি অনুধাবণমূলক যার নম্বর ১+২=৩ , অন্য দুটি প্রশ্নের (মুক্ত অংশের) সঙ্গে উদ্দীপকে প্রদত্ত ঘটনার দূরতম সর্ম্পকও নেই। তাহলে উদ্দীপক কেন বা এই প্রশ্নগুলো কেন? এখানে সংশ্লিষ্টতার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি ঘটনার সঙ্গে আরেকটি ঘটনার মিলকরনের মাধ্যমেই জ্ঞান পরিপক্কতা লাভ করে। যারা যত বেশী মিল করতে পারেন, তারাই তত বেশী জ্ঞানী। এই জন্য অনেকক্ষেত্রে একজন অশিক্ষিত ব্যাক্তিও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। এই পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের অভাবজনিত কারণে একজন শিক্ষার্থী ক্রমশ হয়ে উঠছেন গাইড নির্ভর, কোচিং নির্ভর অনেকটা পরগাছার মত। একজন শিক্ষার্থীর ভেতরে যদি শব্দ ভান্ডার না থাকে তাহলে সে বাক্য তৈরী করবে কি দিয়ে। এ জন্য কিছু মুখস্ত বিদ্যারও প্রয়োজন রয়েছে। একজন শিক্ষার্থীর মাথায় যদি শত শত শব্দ প্রতিশব্দ থাকে আর তাকে যদি ঐ সমস্ত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে মনের ভাব উপস্থাপন কৌশলটি শিখিয়ে দেয়া যায়, তাহলে ঐ শিক্ষার্থী হবে একজন সৃজনশীল।

ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশমালা: যেহেতু শিক্ষা একটি জীবনব্যাপি প্রক্রিয়া। শিক্ষা ছাড়া জীবন অর্থপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। একজন ব্যাক্তি তার নিজের জন্য, সমাজের জন্য, জাতীর জন্য সম্পদব্যাক্তি হিসাবে পরিগনিত হওয়ার পূর্বশর্ত হিসাবে তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আর জ্ঞান অর্জন করার জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আবার এমন শিক্ষাও অর্থহীন যে শিক্ষা তাকে শুধু শিক্ষিত-ই করে জ্ঞানী করে না। তখন সে সমাজের একজন সম্পদ ব্যাক্তি না হয়ে আপদ হিসাবে আর্বিভূত হয়। এ অবস্থায় নিম্নোক্ত ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন অত্যাবশ্যক।

প্যারেন্টিং: একটি শিশু মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তার মা বাবাকে প্যারেন্টিং শিক্ষা দিতে হতে। তাহলে সুস্থ্য সবল প্রজন্ম আমরা লাভ করতে পারব। যারা হবে শিক্ষা দিক্ষায় উন্নত সংস্করণ।

প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও পরিচর্চা: ৩-৬ বছরের শিশুদের প্রাক-শৈশবকালীন যত্ন ও পরিচর্চার মাধ্যমে তাদের মাঝে ইতিবাচক চিন্তার বিকাশ ঘটানোর ব্যবস্থা করা। এই সময়টাতে তারা যদি সবকিছুকে ইতিবাচকভাবে দেখতে শেখানো হয় যার মাধ্যমে তারা শারিরীক, বুদ্ধিভিত্তিক ও নৈতিকতার ক্ষেত্রগুলো বিকশিত করার সুযোগ পায় তাহলে ভবিষ্যত প্রজন্ম একটি উন্নত জাতি হিসাবে গড়ে উঠবে। সন্ত্রাস, হানাহানি বহুলাংশে হ্রাস পাবে। একসময় সমাজ থেকে তা বিলুপ্ত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা: ৬ বছর পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা। যে শিক্ষা কার্যক্রমে শিশুদের শব্দ ভান্ডার, বাক্য তৈরীর বিন্যাস কৌশল উপস্থাপন কৌশল সহ গাণিতীক যুক্তি উপস্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে নিজকে পরিবেশন করতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

মাধ্যমিক পর্যায়: এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তথ্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে তাকে বৈশ্বিক জগতের সঙ্গে যুক্ত করা এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের শুদ্ধতা যাচাই করার নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন: এর অন্যতম মাধ্যম হবে সিলেবাসের পাশাপাশি কো-কারিকুলাম এক্টিভিটিজ।

উচ্চ শিক্ষা: বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নতুন নতুন বিষয়ে গবেষনামূলক শিক্ষা। জীবন ভিত্তিক শিক্ষা কে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষার স্বাদ আমরা পেতে পারি। তবেই বিশ্ব পেতে পারে একটি সুশৃঙ্খল জাতি যারা পরস্পর হানাহানি করবে না। প্রতিহিংসা পরায়ণ হবে না। পারস্পরিক সহযোগিতাই হবে মূল নীতি। ■

EDGE EDUCATION